দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ: 15 OCT. 1992
পৃষ্ঠা: ১ কলাম: ১

২

আকস্মিক বিভক্তি ভোটে সরকারী দলের জয়লাভ

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বিল পাস

22

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বিল, ১৯৯২-এর উপর সরকারীদলের হেলালুজ্জামান লালু আনীত সংশোধনী প্রস্তাব ধ্বনিভোটে পাস করার সময় বিরোধীদলের নেত্রী শেখ হাসিনা গতকাল (বুধবার) রাতে সংসদে আকস্মিকভাবে বিভক্তি ভোট দাবী করিলে তাৎক্ষণিক ৮৭-২৮ ভোটে সরকারীদল জয়লাভ করে। জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামী সরকার বা আওয়ামী লীগ কোন পক্ষকে সমর্থন দান না করিয়া ভোটদানে বিরত থাকে। সরকারীদল হ্যাঁ ও না উচ্চারণে ক্ষীণ কণ্ঠ হইয়া পড়িলে বিলটি পাস হওয়ার কিছুক্ষণ আগে শেখ হাসিনা বিভক্তি ভোট দাবী করেন এবং স্পীকারের নির্দেশে সরকারীদল উঠিয়া দাঁড়াইলে বিরোধী দলীয় নেত্রী 'বিভক্তি ভোটের দাবী প্রত্যাহার' করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। কিন্তু স্পীকার শেখ রাজ্জাক আলী 'প্রত্যাহারের কোন বিধি নাই' জানাইয়া দিয়া পর্যায়ক্রমে 'হ্যাঁ পক্ষ' (৮৭) ও 'না পক্ষ' (২৮)কে উঠিয়া দাঁড়াইবার নির্দেশ দিলে সংসদে লঘু হাস্য রসিকতা মিলাইয়া যায়। ছোটাছুটি করিয়া লবী হইতে দশজনেরও বেশী সদস্য সদস্যা আসিয়া স্ব স্ব আসনের পাশে দাঁড়াইয়া গণনায় সামিল হন। শেখ হাসিনা 'না'-এর পক্ষে স্বীয় দলের ২৭ জনসহ উঠিয়া দাঁড়াইয়া জাতীয় পার্টিকে আহবান জানান, কিন্তু জাপা সাড়া দেয় নাই। বৃষ্টিবাদল ও মহাসমাবেশের কারণে গতকাল সংসদে উপস্থিতি এমনিতেই ছিল কম। ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমদ (৭ম পৃঃ দ্রঃ)

বিল পাস

(১ম পৃঃ পর)

সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, সুধাংশু শেখর হালদার, ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু, এবাদুর রহমান চৌধুরী, আবু লেইছ মোহাম্মদ মবিন চৌধুরী, শেখ আনসার আলী ও আওয়ামী লীগের অধ্যাপক আবদুল মান্নানসহ ৩০ জনের মত এমপি উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বিলের উপর জনমত যাচাই ও দফাওয়ারী সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া বক্তব্য রাখার সময় বলেন, কাহার জন্য এ বিলে ওপেন ভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলরকে আজীবনের জন্য পদাধিকার প্রদান করা হইয়াছে এবং ১২ মাসের মধ্যে ২ মাস ছুটি ছাড়াও আরও ১ মাসের অর্জিত ছুটির ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহা বোধগম্য নয় এ ভার্সিটির চ্যান্সেলার হিসাবে প্রধানমন্ত্রীকে এখতিয়ার প্রদানের বিরোধিতা করিয়া মোহাম্মদ নাসিমসহ সদস্যগণ বলেন, এ আইনের বিধিগুলি সারাজীবন ক্ষমতায় থাকার অভিলাষে আত্মমুখী করিয়া প্রণীত। প্রফেসর ও ডীনদের উপরে এ বিলে রেজিষ্ট্রারকে স্থান দেওয়াকে প্রফেসর মান্নান শিক্ষাবিদ হিসাবে শিক্ষামন্ত্রীর ভূমিকা পালন না করার নজীর হিসাবে বর্ণনা করেন। ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমদ নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী প্রধানমন্ত্রীর উপর শিল্প বিনিয়োগ বোর্ড হইতে শুরু করিয়া সব কিছুর দায়িত্ব না চাপানোর পরামর্শ দেন।

শিক্ষামন্ত্রী জমির উদ্দিন সরকার জবাবে বলেন, শিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালন ছাড়াই শেরে বাংলাসহ অনেক আইনজীবী শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করিয়াছেন। সরকারের শিক্ষানীতি আছে বলিয়াই গত ১ বৎসরে ৫টি পরীক্ষা যথাসময়ে সম্পন্ন হইয়াছে। তিনি বলেন, স্থানীয় আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর পদে প্রেসিডেন্ট ও দেশজোড়া এখতিয়ারের মুক্ত ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষ পদে প্রধানমন্ত্রীকে আসীন করার নীতি সরকার গ্রহণ করিয়াছে। অর্থ আত্মসাৎ, সন্ত্রাস, অদক্ষতা ও জালিয়াতির ক্ষেত্রে ভিসিকে অপসারণের সংশোধনীসহ বিলটি ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয়।

সংসদ অধিবেশন আজ (বৃহস্পতিবার) বিকাল সাড়ে ৪টায় পুনরায় শুরু হইবে।